তথ্যববিরণী                                                                                                নম্বর : ৪৪০১

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল):

            স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমকি ৫৭ শতাংশ। এ সময় ২১৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

            গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ৩৮১ জন।

#

দাউদ/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৪০০

**বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের**

**প্রতি প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান**

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বৈধ পথে বাংলাদেশে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ সুরক্ষিত থাকবে এবং এই অর্থ থেকে সরকারি প্রণোদনাসহ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

গতকাল বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন আয়োজিত রেমিটেন্স মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা বৈধ পথে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স পাঠাবেন তাদের জন্য ‘রেমিটেন্স এওয়ার্ড’ প্রবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা থেকে ৩ শতাংশ বৃদ্ধির যে প্রস্তাব রেমিটেন্স প্রেরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা জানিয়েছে, তা বিবেচনার জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে উত্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসীদের কল্যাণে ও তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে যুক্তরাজ্যে সোনালী ব্যাংক চালু করে যুক্তরাজ্য থেকে বৈধ পথে বাংলাদেশে রেমিটেন্স পাঠানোর সূচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা ও সিআইপি মর্যাদাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাসীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক।

অনুষ্ঠানে রেমিটেন্স প্রেরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনাসহ উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণের বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করলে প্রতিমন্ত্রী এসব বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন। মেলায় যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রধান ১৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়ে বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণের সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা সম্পর্কে মেলায় আগত দর্শকদের অবহিত করে।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রবাসীদের স্বার্থ ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

#

সৈকত/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৬৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৯

**থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান**

ব্যাংকক, **২৭** এপ্রিল **:**

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের প্রতি বাংলাদেশে বিনিয়োগে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার থাইল্যান্ডে সরকারি সফর চলাকালে গতকাল ব্যাংককে একটি হোটেলে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত ব্যবসায়িক সভায় মন্ত্রী এ আহবান জানান।

বিশিষ্ট থাই ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, পররাষ্ট্র সচিব  মাসুদ বিন মোমেন, থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল হাই, বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি গত ১৫ বছরে আর্থসামাজিক উন্নয়নের সকল সূচকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশ-এলডিসি গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের সফল স্নাতক হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসিয়ান অঞ্চলে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে থাইল্যান্ডের তাৎপর্যও তুলে ধরেন। তিনি দু’দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) শুরু করতে লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই) স্বাক্ষরের কথা উল্লেখ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য এবং বাণিজ্য ঘাটতি ভারসাম্যের জন্য এফটিএ দ্রুত শুরু করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি থাই সরকারের কাছ থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার উপকৃত হতে পারে বলে তিনি মত দেন এবং বাংলাদেশের পর্যটন খাতে থাই বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বাংলাদেশ সরকারের সম্প্রতি প্রণীত অফশোর ব্যাংকিং অ্যাক্ট ২০২৪ উল্লেখ করে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বেসরকারি খাতকে সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সুবিধার আশ্বাস দেন।

বিশিষ্ট থাই গ্লোবাল সুগার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি সুটেক লিমিটেডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট চার্লস ফ্রেডেরিক বাংলাদেশ সরকারকে একটি বা দুটি বিদ্যমান চিনিকলকে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার পরামর্শ দেন। বিডা প্রতিনিধি বাংলাদেশে বিনিয়োগে কৃষি ব্যবসা, ডিজিটাল অর্থনীতি, লজিস্টিকস এবং লাইট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রণোদনার ওপর আলোকপাত করেন।

#

আকরাম/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৪১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৮

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সুসংহত করতে হবে**

 **-ধর্মমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১৪ বৈশাখ **(২৭** এপ্রিল**) :**

 ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, আবহমানকাল ধরে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সুসংহত করতে হবে। এই সম্প্রীতি যেন নষ্ট না হয় এবিষয়ে সকলকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

 আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্টের আয়োজনে ময়মনসিংহের টাউন হলে ময়মনসিংহ বিভাগের পুরোহিত ও সেবাইত সম্মেলন-২০২৪ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিলো একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে। প্রতিষ্ঠিত হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার। এরূপ অভিপ্রায় থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকার আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র। বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

সমাজ গঠনে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, আমাদের সমাজে সকল ধর্মের মানুষের কাছেই তাদের নিজ নিজ ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সম্মান করে। বিভিন্ন পরামর্শের জন্য তাদের দারস্থ হয়। তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। এই শ্রেণির মানুষগুলোকে আমরা যদি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারি এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনে যদি তাদেরকে আরেকটু শানিত বা দক্ষ করে তুলতে পারি তাহলে দেশ ও জাতি অনেক বেশি উপকৃত হতে পারে।

পুরোহিত ও সেবাইতদের উদ্দেশ্যে ধর্মমন্ত্রী বলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারাই পারেন আপনাদের কমিউনিটির মানুষের মধ্যে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি তাদেরকে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। আমাদের সমাজে যে সকল সামাজিক ব্যাধি রয়েছে বিশেষ করে ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, ভেজাল, মজুতদারীর মতো ব্যাধি প্রতিরোধেও আপনারা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তিনি এসকল বিষয়ে পুরোহিত ও সেবাইতদের অগ্রণী ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান।

মন্ত্রী আরো বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরোহিত ও সেবাইতদেরকে আর্থসামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হলে একদিকে যেমন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে, অন্যদিকে সামাজিক সমতার ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটবে। এছাড়া যথাযথ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তাদের মধ্যে দেশপ্রমের বিকাশ ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব হলে দেশ ও জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপুর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে। জাতীয়তা ও ভাতৃত্ববোধ দৃঢ় ও অটুট হবে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান হবে।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, আজকের এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পুরোহিত ও সেবাইতদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হবে। এছাড়া, ভাতাপ্রাপ্ত পুরোহিত ও সেবাইতরা কিভাবে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন সেই সাফল্যগাঁথাও সবাই জানতে পারবে। এর মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে অনুপ্রেরণা বা প্রেষণা সৃষ্টি হবে। আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাব।

চলমান পাতা/

-২-

বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু, রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ শাহ আবিদ হোসেন, জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী, পুলিশ সুপার মাছুম আহম্মেদ ভূঞা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত পাল, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর শিখা চক্রবর্তী, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার, অঙ্কন কর্মকার, উত্তম চক্রবর্তী রকেট, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অ্যাড. বিকাশ রায় প্রমূখ।

উল্লেখ্য, ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর অধীনে এ সম্মেলনে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সাতটি জেলার পুরোহিত ও সেবাইতরা অংশগ্রহণ করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পুরোহিত ও সেবাইত প্রশিক্ষণ দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে পুরোহিত ও সেবাইতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের বেকার যুবক-যুবতীরা এখানে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া পুরোহিত ও সেবাইতরা ভাতাপ্রাপ্তির মাধ্যমে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছেন। ফলে দারিদ্য বিমোচনে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া সবাইকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর সার্টিফিকেট প্রদাণ করা হয়ে থাকে।

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

#

হুদা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৭

**মরিশাসের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপতথ্যের**

**মোকাবিলার কৌশল নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক**

মরিশাস, **২৭** এপ্রিল **:**

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত গতকাল মরিশাসে সেদেশের তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও উদ্ভাবন মন্ত্রী দীপক বালগোবিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাঁরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপতথ্যের বিস্তৃতি মোকাবিলার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে মোহাম্মদ আলী আরাফাত স্যাটেলাইট ব্যবহার নিয়ে বাংলাদেশ-মরিশাসের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়া, বাংলাদেশে মরিশাসের বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা এবং মরিশাসে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের নানা বিষয় নিয়ে তিনি মরিশাসের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর সাথে কথা বলেন।

এদিন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মরিশাসে একটি স্পিনিং মিল পরিদর্শন করেন এবং সেখানে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের খোঁজ-খবর নেন।

উল্লেখ্য, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী পশ্চিম ভারত মহাসাগর অঞ্চলে মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিষয়ক প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য গত ২২ এপ্রিল মরিশাস যান। বর্তমানে তিনি মরিশাসে অবস্থান করছেন।

#

ইফতেখার/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৬

**নিহতের পরিবারের পাশে থাকব; দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে**

 **-ঢাদসিক মেয়র**

নরসিংদী (মনোহরদী), ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল):

মুগদায় করপোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় নিহত মাহিন আহমেদের পরিবারের পাশে থাকার এবং এ দুর্ঘটনায় দোষী সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ঢাদসিক) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

গতকাল ঢাদসিক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস করপোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় নিহত স্কুল শিক্ষার্থী মাহিন আহমেদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাতে নিহতের বাড়িতে যান। পরে তিনি গণমাধ্যমের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

ঢাদসিক মেয়র বলেন, গতকাল রাতে মুগদার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র হতে বর্জ্য স্থানান্তরকালে করপোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়িতে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে ছোট্ট বালক মাহিন নিহত হয়। এ দুর্ঘটনায় আমরা অত্যন্ত শোকাহত। আমরা জানাজায় অংশগ্রহণ করেছি। ছোট্ট শিশু হারানোর ঘটনায় বাবা-মাকে কোন ভাষাতেই সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই। আমরা নিহতের পরিবারের পাশে থাকব। এ দুর্ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হবে জানিয়ে ঢাদসিক মেয়র বলেন, এ দুর্ঘটনায় ইতোমধ্যে মামলা নেওয়া হয়েছে। আমরা কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি চাইছি। এই দুর্ঘটনায় যেন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু বিচার হয় সেটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, পরিবহন মহাব্যবস্থাপক মো. হায়দর আলী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাসিম আহমেদ, অঞ্চল-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, স্থানীয় ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. সিরাজুল ইসলাম ভাট্টি, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মাকসুদা শমশের প্রমুখসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছের/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৫

**আওয়ামী লীগ উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী**

 **-শিল্পমন্ত্রী**

নরসিংদী (মনোহরদী), ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকে, তখন দেশের উন্নয়ন হয়। কারণ, আওয়ামী লীগ উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দেশের সিংহভাগ উন্নয়নই করেছে আওয়ামী লীগ। তাই দেশ ও জাতির উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই।

মন্ত্রী গতকাল নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার চালাকচর ইউনিয়নের শ্রীগুরু আশ্রমে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির ও শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমার রাজনৈতিক জীবনে মনোহরদী ও বেলাবোতে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হতে দেইনি। আমি বিশ্বাসী করি, আমার পরবর্তী প্রজন্মও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হতে দিবেনা। সরকার হিন্দু মুসলমান সবাইকে একসাথে নিয়েই দীর্ঘদিন যাবৎ উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কোভিড থেকে শুরু করে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার জনগণের পাশে থেকে কাজ করেছে। আমি জনগণের উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করি, নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নয়।

চালাকচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফখরুল মান্নান মুক্তু’র সভাপতিত্বে এসময় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বেলাবো উপজেলা আ.লীগের (ভারপ্রাপ্ত) সাধারণ সম্পাদক মেরাজ মাহমুদ, গোতাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল বরকত রবিন, খিদিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান জামিল, মনোহরদী উপজেলা আ.লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. মোতালিব, মনোহরদী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ সদস্য ইসরাত জাহান তামান্না, শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরের সভাপতি রামায়ন চন্দ্র মোদক ও উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তৌহিদুল আলম প্রমুখ।

#

ফয়সল/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৪

**জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা**, ১৪ বৈশাখ **(২৭** এপ্রিল**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শ্রমিক কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। শোষণবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। শিল্প শ্রমিক মজুরি কমিশন গঠন, বিভিন্ন সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, শ্রম পরিদপ্তর পুনর্গঠন, জাতীয় শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠনসহ ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও এর সদস্যপদ লাভ করে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃজন এবং তাঁদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন ও হালনাগাদ করেছে। আমরা ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩’ ও ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫’ প্রণয়ন করেছি। শ্রম বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও প্রটোকলের নিরিখে শ্রমিক, মালিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশন ও জোরদার করা হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের সময়োচিত ও যথাযথ পদক্ষেপের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

আওয়ামী সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুসারে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে শিল্পখাতের প্রসার ও শ্রম অধিকার এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। দেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের শ্রমখাতকে ‘স্মার্ট’ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে দিবসটির গৃহীত সকল কার্যক্রম অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/৯৫৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৩

**জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য- ‘সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু মেহনতি, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্যপদ লাভ করে। একই বছর তিনি শ্রমনীতি ঘোষণা করেন এবং আইএলও’র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের পাশাপাশি সকল শিল্প মালিকের নৈতিক দায়িত্ব। সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬’ এবং ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সকল কল্যাণমুখী কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। বিগত এক দশকে দেশে শিল্পকারখানার সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে অভিযোজন করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যোগ নিতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে দেশীয় ও বৈশ্বিক শ্রমমান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি অনুশীলনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি সরকার, মালিক ও শ্রমিকসহ সকল উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল সর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/আলী/শামীম/২০২৪/১০৪৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯২

**জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা**,১৪বৈশাখ **(**২৭ এপ্রিল**):**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে আমি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, সমতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসহ মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রধান লক্ষ্য ছিলো এমন এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং সুবিচার নিশ্চিত হবে। সেই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, সম্পত্তির অধিকারসহ ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করেন। জাতির পিতার নির্মম হত্যাকান্ড, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বর্তমান সরকার জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সকল দুঃশাসন ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বাংলাদেশকে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং এ সময়ে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করব।

স্মার্ট বাংলাদেশে সরকারি কার্যক্রম ও সেবাসমূহ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা’ সারা বাংলাদেশের আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থসামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। সরকারি আইনগত সহায়তাকে আরো টেকসই, উদ্ভাবনী, জনবান্ধব এবং পক্ষদের আইনগত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে ‘বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল’ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিগ্যাল এইড অফিসসমূহ আইনগত পরামর্শ সেবা দিয়ে মামলাজট নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

আওয়ামী লীগ সরকার আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নে সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা’ এর মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। আমি বিশ্বাস করি, স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ এবং সর্বোপরি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগেই অচিরেই সুশাসন নিশ্চিত করে আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/৯৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯১

**জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনগত অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’ বঙ্গবন্ধুর ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০’ প্রণয়ন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও দরিদ্র মানুষ ছাড়াও বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধ নারী-পুরুষ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, পাচারকৃত নারী ও শিশুরা সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে, যা বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাংবিধানিক ভাবনারই প্রতিফলন। এছাড়া জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান মামলা জট কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও স্মার্ট বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগকেও এই অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। আমি বিচারক-আইনজীবীসহ বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতাধীন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবেন – জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৪’ পালনের উদ্যোগ সফল হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/আলী/শামীম/২০২৪/১০০৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ